22 MAY 2016
তারিখ ... 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

যুগান্তর

ক্ষতিগ্রস্ত লাখো শিক্ষার্থী : বাধ্যতামূলক বিষয়ে এমপিও বন্ধ

আইসিটির শিক্ষক নেই ১৫ হাজার প্রতিষ্ঠানে

মুসতাক আহমদ

প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষক নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে আইসিটি বাধ্যতামূলক করা হলেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়নি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এমপিও দেয়া হচ্ছে না। ফলে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় এ কোর্সে পাঠদান চলছে জোড়াতালি দিয়ে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান শুক্রবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, বাধ্যমূলক বিষয়ের শিক্ষকদের এমপিও দেয়ার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এরই মধ্যে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। এমপিও দেয়া বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা আছে।

শিক্ষার্থীদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি মজবুত করতে মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি কোর্স চালু হয় ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি। কিন্তু এর দেড় মাস আগে (২০১১ সালের ১২ নভেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশের কারণে সব বিষয়ে এমপিওভুক্তি বন্ধ হয়ে যায়। আইসিটির মতো নতুন বিষয়গুলো এ আদেশের আওতায় পড়ে। এমপিও দেয়া হবে এই আশায় প্রায় ১৮শ' বেসরকারি স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা এই বিষয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু এমপিওভুক্ত না হওয়ায় তারা অনেকটা বিনাবেতনে পড়াচ্ছেন। এ অবস্থা দেখে আরও প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত আইসিটির শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারেনি। ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আইসিটি ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

আইসিটির শিক্ষক নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ে তেমন কোনো শিক্ষা পাচ্ছে না বলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে এমপিওর দাবিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা গত এক সপ্তাহ ধরে প্রেস ক্লাবের সামনে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন।

শুধু ১৮শ' আইসিটি শিক্ষক নয়, বিনাবেতনে চাকরি করছেন উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা বিষয়ের প্রায় ৩শ' শিক্ষক। আইসিটির পাশাপাশি ২০১৩ সালে এই বিষয় দুটিও কলেজ পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু ২০১১ সালের একই আদেশে এসব বিষয়ের শিক্ষকরাও এমপিওভুক্ত হতে পারছেন না। অন্যদিকে ২০১৩ সালের ১১ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী পয়লা জুলাই থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাঠদান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা কী করবেন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়নি। ফলে এ বিষয়ের প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষক ও প্রদর্শকের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাধ্যতামূলক বিষয়ে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করা ও এমপিও না দেয়া এর উজ্জ্বল প্রমাণ। অবিলম্বে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি জানান তারা।

আইসিটির শিক্ষা : নাম প্রকাশ না করে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরের বেশ কয়েকজন অধ্যক্ষ এবং প্রধান শিক্ষক বলেছেন, শিক্ষানীতির আলোকে আধুনিক বিষয় হিসেবে আইসিটি, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু সরকার বেতন না দেয়ায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়নি। ফলে এই শিক্ষা চলছে জোড়াতালি দিয়ে। এতে সার্বিক পাঠদানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এক কোটির বেশি শিক্ষার্থী ভোগান্তি পোহাচ্ছে। তারা আরও বলেন, সরকারের এমন সিদ্ধান্তে প্রতীয়মান হচ্ছে, কোনো রকম প্রস্তুতি না নিয়েই কেবল পাঠ্যবই ছেপেই সরকার দায়িত্ব শেষ করেছে। জানা গেছে, এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল রয়েছে ১৬ হাজারের বেশি। এর মধ্যে সাড়ে ৮ হাজার স্কুলে আইসিটির শিক্ষক নেই। মাদ্রাসা ৬ হাজার ৪৭১টি। এর মধ্যে শিক্ষক নেই ৫ হাজার মাদ্রাসায়। আর বেসরকারি অর্ধেকের বেশি কলেজে আইসিটির শিক্ষক নেই।

জানা গেছে, শুধু বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাই নয়, সরকারি স্কুল-কলেজেও আইসিটি শিক্ষা চলছে জোড়াতালি দিয়ে। দেশে প্রায় তিনশ' সরকারি কলেজ আছে। এসব কলেজে একজনও আইসিটির শিক্ষক নেই। অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের সংক্ষিপ্ত একটি প্রশিক্ষণ দিয়েই 'আইসিটি' বিষয়ে পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সরকারি হাইস্কুলের অবস্থাও একই। ৩৩৫ স্কুলে আইসিটির শিক্ষক নেই। গত ৩০ এপ্রিল কলেজের অধ্যক্ষ সম্মেলন এবং বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক সম্মেলনে আইসিটি শিক্ষকের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে মাউশি পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, এসব পদ সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ৩৬তম বিসিএসে আইসিটির শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পিএসসিকে বলা হয়েছিল। কিন্তু পদ সৃষ্টি নেই বলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে এ পদ উল্লেখ করা হয়নি।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফিন্যান্স, ব্যাংকিং : জানা গেছে, নতুন শিক্ষানীতির আলোকে কিছু বিষয়ের কারিকুলাম, পাঠ্য ও নাম আধুনিকায়ন করা হয়। সে অনুযায়ী ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর পরিপত্র জারি হয়। তাতে অর্থায়ন ও উৎপাদন এবং বিপণন বিষয়ের নাম উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন করা হয়। এছাড়া ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা বিষয় নতুন প্রবর্তন করা হয়। আদেশে কথা ছিল, পরিবর্তিত বিষয়ে কর্মরত শিক্ষকরা চাকরিচ্যুত হবে না। তারা নতুন নামের বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবেন। এমনকি এমপিও পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকবে না। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রায় ৩০০ শিক্ষকের এমপিও আটকে দেয়া হয়। তবে রহস্যজনক কারণে মাউশি ৬ জন শিক্ষকের এমপিও দিয়েছে। এই দৃষ্টান্ত নিয়ে মাউশির কর্মকর্তাদের কাছে ধরনা ধরেও বঞ্চিত শিক্ষকরা এমপিও পাননি বলে জানান বাংলাদেশ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন এবং ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা শিক্ষক পরিষদের সভাপতি সৈয়দা দিল আশরাফী। তিনি জানান, বিনাবেতনে চাকরি করে তারা আর পারছেন না। দাবি আদায়ের জন্য এখন তারা রাজপথে নামবেন। আগামী ২৫ মে ঢাকায় প্রেস ক্লাবের সামনে তাদের মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি আছে।